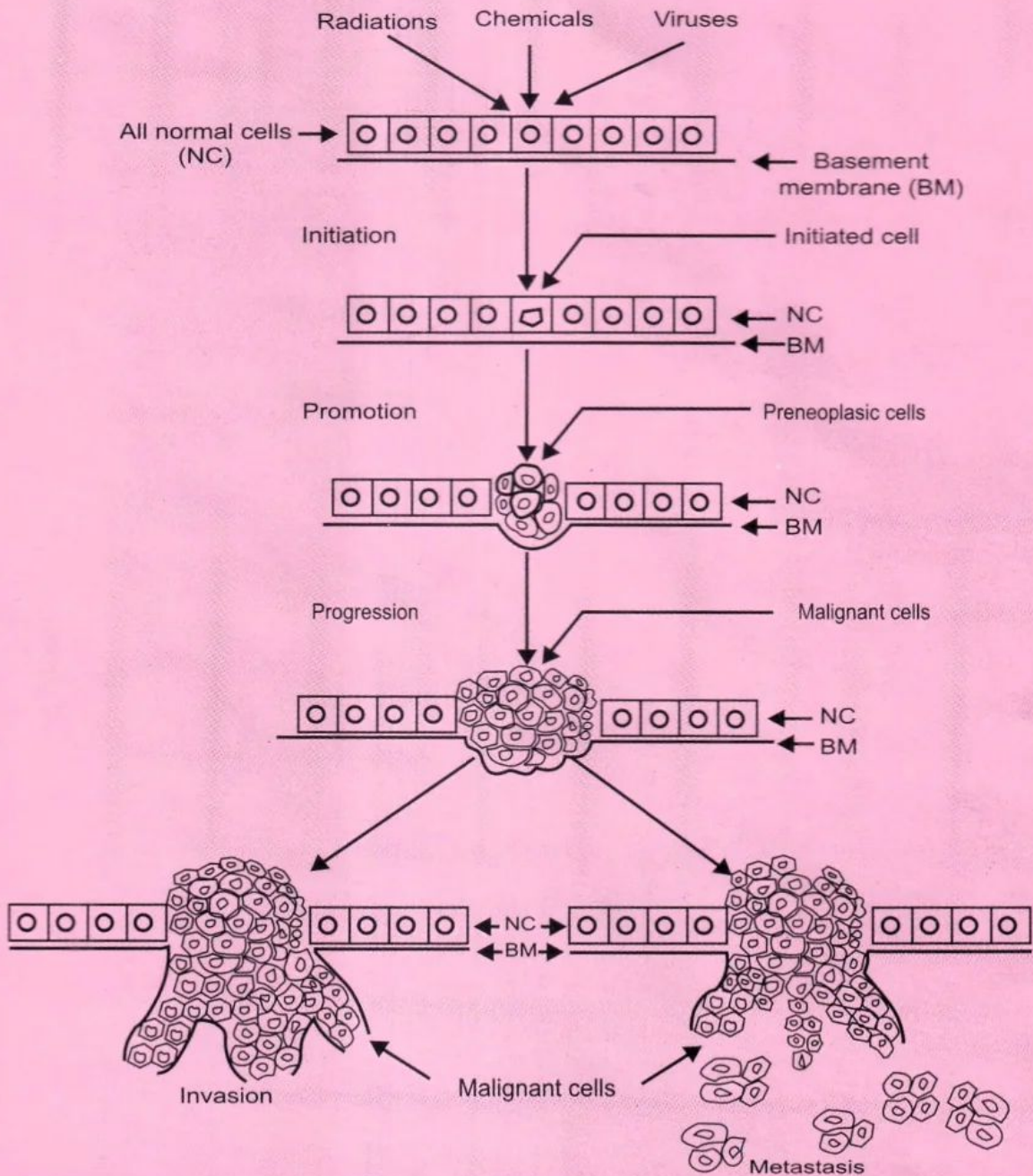


# ক্যানসারের কারণ, রোগ নির্ণয় ও তার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

ডাঃ মোঃ ইখতিয়ার উদ্দিন

## THE PROCESS OF CANCER DEVELOPMENT



আলীগড় লাইব্রেরী

১৫৮ ঢাকা নিউ মার্কেট, ঢাকা-১২০৫

## সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	
ক্যানসার কী	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়	
ক্যানসার হয়েছে বোঝা যাবে কি করে?	১৯
তৃতীয় অধ্যায়	
ক্যানসার কি সংক্রামক?	২৭
চতুর্থ অধ্যায়	
ক্যানসার কি সারে?	৩৩
পঞ্চম অধ্যায়	
ক্যানসার নির্ণয়ের জন্য যেসব পরীক্ষা করতে হয়	৪৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	
চিকিৎসা পদ্ধতি	৬৪
সপ্তম অধ্যায়	
ক্যানসার সংক্রান্ত সমস্যার মোকাবিলা	৭৬
অষ্টম অধ্যায়	
ক্যানসার প্রতিরোধ	৮৩
নবম অধ্যায়	
স্তন ক্যানসার (Cancer of Breast)	৯১
দশম অধ্যায়	
ব্রেন ক্যানসার (Cancer of Brain)	১০৪
একাদশ অধ্যায়	
থাইরয়েড ক্যানসার (Cancer of Thyroid)	১১১
দ্বাদশ অধ্যায়	
ব্লাড ক্যানসার (Leukaemia)	১১৪
ত্রয়োদশ অধ্যায়	
লসিকা গ্রন্থির ক্যানসার (Cancer of Lymphoma)	১২২
চতুর্দশ অধ্যায়	
স্নায়ুর ক্যানসার (Neuroblastoma)	১২৭

পঞ্চদশ অধ্যায়	পেশির ক্যানসার (Rhabdomyosarcoma)	১৩০
ষোড়শ অধ্যায়	চামড়ার ক্যানসার (Skin Cancer)	১৩২
সপ্তদশ অধ্যায়	ফুসফুসের ক্যানসার (Lungs Cancer)	১৩৬
অষ্টাদশ অধ্যায়	খাদ্যনালিতে ক্যানসার	১৪১
ঊনবিংশ অধ্যায়	গ্রাসনালিতে ক্যানসার (Cancer of the Oesophagus)	১৪৫
বিংশ অধ্যায়	পাকস্থলির ক্যানসার (Cancer of the Stomach)	১৪৮
একবিংশ অধ্যায়	মলাশয় এবং মলভাগরে ক্যানসার (Cancer of the Colon Rectum)	১৫১
দ্বাবিংশ অধ্যায়	লিভার ক্যানসার (Cancer of Liver)	১৫৪
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়	পিত্তথলি বা পিত্তাশয় ক্যানসার (Cancer of the Gall Bladder)	১৬৬
চতুর্বিংশ অধ্যায়	অগ্ন্যাশয়ে ক্যানসার (Cancer of the Pancreas)	১৬৮
পঞ্চবিংশ অধ্যায়	জনন ও রেচনতন্ত্রে ক্যানসার (Cancer of the Genitourinary System)	১৭১
ষড়বিংশ অধ্যায়	মূত্রথলিতে ক্যানসার (Cancer of Urinary Bladder)	১৮৬
সপ্তবিংশ অধ্যায়	কিডনির ক্যানসার (Cancer of Kidney's)	১৮৯
অষ্টাবিংশ অধ্যায়	উইলমস টিউমার (Wilm's Tumour)	১৯১
ঊনবিংশ অধ্যায়	হাড়ের ক্যানসার (Cancer of Bone)	১৯৩

## প্রথম অধ্যায় ক্যানসার কী?

ক্যানসার যেন মানুষের যমজ ভাই। মানুষের উদ্ভবের প্রায় প্রথম থেকেই তার সঙ্গে রয়েছে ক্যানসার। এই মরণ ব্যাধিতেই আধুনিক বিশ্বেরও এক বিপুল সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত। মরণ ব্যাধি হিসেবে এর স্থান কোথাও দ্বিতীয়, কোথাও তৃতীয় আবার কোথাও বা একেবারে প্রথম। উন্নত বা অনুন্নত কোন দেশেরই মানুষের ক্যানসারের ছোবল থেকে রেহাই নেই; বরং উন্নত দেশেই ক্যানসারে মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি।

এই মরণ ব্যাধিকে হিপোক্রেটস আড়াই হাজার বছর আগে 'কারকিনয়েজ' (Karkinois) বলে উল্লেখ করেছেন। টিউমার বা আব থেকে বেরিয়ে আসা বা যাওয়া রক্তবাহী নালিকাগুলোকে কাঁকড়ার দাঁড়ার মত দেখাত বলেই তিনি ওই রোগের এই নামকরণ করেন। ভারতের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে রোগটি 'কর্কট' নামে চিহ্নিত। সুশ্রুত-এর বর্ণনায় ক্যানসার হলো সেই ধরনের টিউমার যা ঘায়ে পরিণত হয় এবং নিরাময় হয় না। এই রোগ শরীরের অন্যান্য অংশেও রোগের বীজ বুনে দেয়।

উন্নতদেশগুলোতে মরণরোগ হিসেবে ক্যানসারের স্থান ঠিক হৃদরোগের পরেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা (WHO)-এর মতে বিশ্বে প্রতিবছর যে ৫ কোটি মানুষের মৃত্যু হয় তার মধ্যে ৫০ লক্ষ মানুষেরই মৃত্যু হয় ক্যানসারে। ভয়ের কথা যেটা, তা হলো, এই রোগে মৃত্যুর হার বেড়েই চলেছে।

গত শতাব্দীর পাঁচের দশকেও ক্যানসারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মাত্র ৩০ শতাংশ রোগী ভালো হতো। ১৯৭৭ সাল নাগাদ সেই হার বেড়ে দাঁড়ায় ৪১ শতাংশ এবং ১৯৮০ সালে সেই হার বেড়ে হয়েছে ৪৫ শতাংশ। নিত্যনতুন ঔষধের আবিষ্কার, ক্যানসার সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণে এখন নিরাময়ের হার ৫০ শতাংশ দাঁড়ালেও ক্যানসার এখন মানব সভ্যতার সামনে এক বিভীষিকা।

সারা বিশ্বের পাশাপাশি ভারতে ক্যানসারের চিত্রটা দেখলে দেখা যায়, এই দেশে প্রতিবছর ৭,০০,০০০ করে মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হয়। বাংলাদেশেও ক্যানসারের চিত্রটা নেহায়েত কম নয়। ২০০২ সালে এক জরিপে দেখা যায় প্রতি ৪,০০,০০০ মানুষের ২১ জন ক্যানসারে মারা যায়। মানুষের জীবনকাল বা গড় আয়ু বেড়ে যাওয়ার ফলে ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে। ক্যানসার মূলত বৃদ্ধ বয়সের রোগ বলেই এমনটা ঘটছে এমন একটা সরলীকৃত ব্যাখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের অভিমত সভ্যতার অগ্রগতি, বিশেষ করে শিল্পের উন্নতি ক্রমেই পরিবেশকে বিষিয়ে তুলেছে এবং বিষাক্ত পরিবেশই ক্যানসারের আক্রমণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে। এসব দিক বিবেচনা করলে বর্তমানে বাংলাদেশে যে হারে অপরিবর্তিতভাবে শিল্প গড়ে উঠছে এবং শিল্প বর্জ্য পরিবেশকে দূষিত করছে ভবিষ্যতে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ না করা হলে এ দেশেও ক্যানসারের হার অন্য সব দেশের তুলনায় মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে যাবে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীতেই যদি দূষণের মাত্রাকে উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা যায় তাহলে ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেকটাই কমবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই মুহূর্তে ক্যানসার ভারত ও বাংলাদেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের সামনে এক ভয়ানক বিপদ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ইন্ডিয়ান ক্যানসার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ডাঃ জে, কুশওয়ালা মনে করেন, বর্তমানে ভারতে যে দশটি রোগে বেশি মানুষের মৃত্যু হয়, ক্যানসার তার মধ্যে একটি। প্রতিবছরই মরণ রোগ হিসেবে এর স্থান সামনের দিকে এগিয়ে আসছে।

ক্যানসার সোসাইটির পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, যে কোন সময় ভারতে ১৫ লক্ষ লোক ক্যানসারে ভুগে থাকেন। ভারতে সবচেয়ে বেশি ক্যানসার হয় মুখে এবং দেহাবয়বের সংকীর্ণ অংশ বা গর্ভাশয়ে। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি দেখা দিচ্ছে মহিলাদের স্তন এবং পুরুষদের ফুসফুসে তা ছাড়া জরায়ু, পাকস্থলি এবং পায়ুপথের ক্যানসারও কম নয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, প্রথম অবস্থায় ক্যানসার ধরা পড়লে তার নিরাময়ের আশা প্রায় শত ভাগ। তাই ক্যানসার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে পারলেই এই রোগ অনেকটাই দমন করা যাবে বলে তাদের বিশ্বাস।

ক্যানসার কাকে বলে :

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো, ক্যানসার কোন একটিমাত্র রোগ নয়, ক্যানসার হলো অনেক রোগের সমষ্টি। ক্যানসার বলতে বোঝায়, বিভিন্ন দেহকোষের অনিয়মিত, অনিয়ন্ত্রিত এবং সংখ্যাহীন বৃদ্ধিকে।

এখন কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন উঠতে পারে কোষ কি? তার উত্তরে অল্প কথায় বলা যায়, সমস্ত জীব তা সে জীবাণু, কীটপতঙ্গ, পশুপাখি বা মানুষই হোক আর উদ্ভিদই হোক, সবই গঠিত হয়েছে সীমাহীন কোষ দিয়ে। এসব কোষ আবার এক একটি কাজ করার

জন্য বিশেষভাবে সক্রিয়। যেমনঃ শুক্রাণু, ডিম্বাণু ইত্যাদি যৌনকোষ প্রজননের কাজ করে।

তাহলে আমরা বুঝতে পারছি, কোষ হলো সমস্ত জীবদেহের মৌল একক। প্রতিটি কোষই একই ধরনের কোষ সৃষ্টি করতে সক্ষম। এখন একই ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত হয় কলা। সহজ কথায়, একই ধরনের কোষসমষ্টি হচ্ছে কলা। যেমনঃ স্নায়ু কলা, পেশি কলা, যোজক কলা ইত্যাদি। কিছু কোষ মিলে যেমন কলার সৃষ্টি তেমন কিছু কলা মিলিত হয়ে তৈরি হয় দেহের নানা অংশ, যেমনঃ হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, লিভার, পাকস্থলি ইত্যাদি। এখানেও এক কথায় বলা যায়, এই অঙ্গগুলো হলো দেহেরই অংশ এবং তা একাধিক কলার সংযোগে গঠিত হয়।

শৈশব থেকে প্রাপ্ত বয়স পর্যন্ত মানবদেহের বিভিন্ন অংশের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহাংশগুলোর বিভিন্ন কলার অন্তর্ভুক্ত কোষগুলোও বিভাজিত হতে থাকে। শরীরের স্বাভাবিক কাজ চালাবার জন্য যখন আর কোষ বিভাজনের দরকার থাকে না, তখনই শুধু কোষের এই বিভাজন বন্ধ হয়। শরীরের একটি অংশের কোষের বিভাজন কি হারে হবে একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্য কখন আর কোষ বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে না, এসবই নিয়ন্ত্রণ করে শরীর নিজেই। এটাই হলো জীবদেহের স্বাভাবিক রীতি।

জীবদেহের এই স্বাভাবিক রীতি যখন ব্যাহত হয়, অর্থাৎ প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও কোষ বিভাজন যখন চলতেই থাকবে, কোন নিয়ন্ত্রণই যখন তা মানবে না তখন সেই কোষকে বলা হয় ক্যানসার সেল বা ককট রোগাক্রান্ত কোষ। এই ক্যানসার কোষ আবার এক জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে না। তা আক্রমণ করে আশপাশের কলাগুলোকে ধ্বংস করে দেয় সেগুলোকে। অন্য

কথায় ক্যানসার কোষ বিভাজন বন্ধের জন্য দেহের নির্দেশ পেয়েও তাকে অগ্রাহ্য করে। বাড়ির বয়ে যাওয়া বখাটে ছেলের মতই ব্যবহার হলো ক্যানসার কোষের। তারা ভাঙতেই থাকে, ভাঙতে থাকে স্বাভাবিক কোষের স্বার্থকে বলি দিয়ে। ক্যানসার কোষের বিভাজনের ফলে স্বাভাবিক কোষগুলো পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে ধ্বংস হয়। আর এভাবে ক্রমাগত স্বাভাবিক কোষের বিনষ্টির ফলে একসময় রোগাক্রান্ত ব্যক্তিটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

দেহের স্বাভাবিক কোষ আর ক্যানসার কোষের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ক্যানসার রোগাক্রান্ত কোষ কখনই এক জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে না। তারা তার আশপাশের কলাগুলোকে আক্রমণ করে তাদের যে স্বাভাবিক কাজ তা বানচাল করে দেয়। কোন কোন ক্যানসার কোষ আবার স্থানচ্যুত হয়ে রক্তের মধ্য দিয়ে দেহের এক অংশ থেকে আরেক অংশে যায় এবং প্রথম বা মূল স্ফীতির জায়গা থেকে আরও অনেক দূরে গিয়ে আরও স্ফীতি ঘটায় বা ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া চালিয়ে যায়। এই যে মূল জায়গা থেকে সরে গিয়ে দেহের অন্য অঙ্গে স্ফীতি ঘটিয়ে সেই অঙ্গের কাজ বন্ধ করে দেয় এ ব্যাপারটাকে বলে গৌণস্ফীতি। আর এভাবেই দেহের বিভিন্ন অঙ্গের যে স্বাভাবিক কাজ তার পথে বাধা হয়ে সেগুলো ধ্বংস করে শেষপর্যন্ত রোগীর মৃত্যু ঘটায়।

ক্যানসারের বিস্তার অতি দ্রুত হতে পারে আবার খুব ধীরে ধীরেও হতে পারে। কী হারে এই বিস্তার ঘটবে তা নির্ভর করে কোন কলায় এ রোগ হচ্ছে তার ওপর। সেইসঙ্গে ওই ধরনের ক্যানসারের নিজস্ব কিছু যে বৈশিষ্ট্য আছে তারও ওপর বিষয়টি নির্ভরশীল।

যেসব ক্যানসার অতি দ্রুত অন্য কলাকে আক্রমণ করতে পারে সেগুলোর বিস্তৃতিও খুব তাড়াতাড়ি হয়। এগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি বিপজ্জনক। অনেক সময়, ক্যানসারের প্রথম পর্যায়ে এই বিস্তৃতির হার খুবই শ্রুত। সকলের অলক্ষ্যেই তখন তার বিস্তার চলতে থাকে। কিন্তু গৌণ পর্যায়ে যখন এগুলোর দ্রুত বিস্তার ঘটতে থাকে লিভার, পাকস্থলি, লসিকা গ্রন্থি ইত্যাদিতে তখনই ক্যানসার ধরা পড়ে।

ক্যানসার কোষের বৃদ্ধির ফলে সাধারণত টিউমারের সৃষ্টি হয়। আর ওই কারণেই ক্যানসারের আরেক নাম আব বা টিউমার। যদি এটা শরীরের বাইরের দিকে হয় তা হলে তাকে স্পর্শ করা যায়। আশপাশের টিস্যুর সঙ্গে তা দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে এবং ইচ্ছেমত এদিক-ওদিক সরে যেতে পারে না। তবে সব টিউমারই ক্যানসার নয়। এর অনেকগুলো আঁচিল, সিস্ট বা মলকোষ কিংবা গলরস-এর মত। এগুলো সীমাবদ্ধ টিউমার এবং সহজেই এর চিকিৎসা করা যায়। তবে এটি ক্যানসার আক্রান্ত কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য অণুবীক্ষণের নিচে পরীক্ষা করা দরকার। তাতেই সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়। এখন কিভাবে ক্যানসার হয়, তা নিয়ে আলোচনার আগে আমরা বরং দেখে নেই, কত ধরনের ক্যানসার আছে বা কোথায় কোথায় এ ক্যানসার হতে পারে। সাধারণভাবে ক্যানসার হতে পারে ত্বক, শৈল্পিক ঝিল্লি প্রভৃতি আবরক (এপিথিলিয়াল) কলার ক্যানসার বা কারসিনোমা, লসিকা গ্রন্থির (লিম্ফ গ্ল্যান্ড) ক্যানসার বা লিম্ফোসারকোমা, লসিকা গ্রন্থির অপেক্ষাকৃত কম সম্প্রসারণশীল ক্যানসার হজকিনস ডিজিস, অস্থির ক্যানসার বা অস্টিওজেনিক সারকোমা, অস্থিমজ্জার ক্যানসার বা লিউকিমিয়া, মেলানিন নামে কালো রঞ্জক উৎপাদন করে যে কোষ তার ক্যানসার বা মেলানোমা, মস্তিষ্কের ক্যানসার বা গ্লায়োমা ইত্যাদি।

আমরা প্রথমে বলেছি, ক্যানসার কোষের অনিয়ন্ত্রিত বিভাজনের ফলে দেহাংশের স্ফীতি ঘটে। কিন্তু সেইসঙ্গে এই কথাটিও মনে রাখা দরকার যে, স্ফীতি মাত্রই কিন্তু ক্যানসার নয়। কেননা, এই স্ফীতি সীমাবদ্ধ কলাবৃদ্ধি (বিনাইন টিউমার) কিংবা সীমাহীন কলাবৃদ্ধি (ম্যালিগন্যান্ট টিউমার) এই দু কারণে হতে পারে।

স্ফীতি যদি ক্যানসারের জন্য হয় তাহলে সেখানে সীমাবদ্ধ কলাবৃদ্ধির চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে কোষ বিভাজন চলতে থাকে। দ্রুত বৃদ্ধির পাশাপাশি এর সম্প্রসারণও হয় দ্রুত। তা ছাড়া এটা কোন আবরণে (ক্যাপসুলে) আবৃত না থেকে রক্ত এবং লসিকা পথে প্রবাহিত হয়ে দেহের এক অংশ থেকে অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে (Metastasis)। সীমাবদ্ধ যে কলাবৃদ্ধি, তা সাধারণত তেমন মারাত্মক নয়। কিন্তু ক্যানসারে কলা এত দ্রুত বাড়ে যে, তার চারপাশের সুস্থ কলাগুলোও নষ্ট হয়ে যায়। আর ঠিক এই কারণটির জন্যই ক্যানসার এত মারাত্মক। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত টিস্যুর অংশবিশেষ নিয়ে অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করলেই সীমাবদ্ধ বা সীমাহীন কলার পার্থক্যটা ধরা পড়ে।